যুগান্তর

তারিখ 19 FEB 20 3

বাকৃবির ১২২ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল, *বাকৃবি থেকে*

অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে ১২২ ছাত্রছাত্রী। বেসরকারি কৃষি কলেজে পড়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দিন গুনছিল ১২২ শিক্ষার্থী।

বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি করে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম বগুড়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজ। সেই কৃষি কলেজে দুর্নীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া অসহায় ছাত্রছাত্রী ওরা।

স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যেসব অবকাঠামোগত সুবিধা থাকা প্রয়োজন তার ছিটেফোঁটাও ছিল না বগুড়ার এই কৃষি মহাবিদ্যালয়টির। তারপরও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসন ওই প্রতিষ্ঠানটিকে বাকৃবি'র অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও বাকৃবির স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর থেকে ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন কর্মচারীরা। এক একটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে নেয়া হতো ২২ হাজার টাকা করে মোটা অংকের ডোনেশন। শিক্ষার্থীদের মাসে মাসে গুনতে হতো ২০০ টাকার বেতন ফি। এক পর্যায়ে কলেজটির পরিচালনা পরিষদের ব্যাপক দুর্নীতির বাহুগ্রাস, শিক্ষক স্বল্পতা, লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকার ফলে বাকৃবি প্রশাসন ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষা সাল থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। কলেজটির ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পেরে অনেক শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী কলেজ থেকে বেরিয়ে যান। প্রায় তিন বছর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করার পর সম্প্রতি বাকৃবি'র কর্তৃপক্ষ বগুড়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজের অধিভুক্তির স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়। এর ফলে বিপাকে পড়ে যায় ওই কলেজটির বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত ১২২ জন শিক্ষার্থী। ওই ১২২ জন ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হওয়ায় আইনগত জটিলতার দিক বিবেচনা করে তাদেরকে বাকৃবি ক্যাম্পাসে এসে কৃষি অনুষদের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্লাস, পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তেই ফুঁসে উঠে বাকৃবির কৃষি অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা। ইতিমধ্যে চতুর্থ ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে বাধা দিয়েছে। এমনকি ক্লাসরুম থেকে জোর করে বের করে দেয়ারও অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে কৃষি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, 'পাপ করেছে প্রশাসন আর গ্লানি টানব আমরা, এটা হতে দেয়া যায় না।' অপরদিকে হতাশাগ্রস্ত কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বলেন, কলেজে থাকা অবস্থায় সমস্যা ছিল একটি, ক্লাস না করে পরীক্ষা দিতে হতো। কিন্তু এখন সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। আমরা এখন অভিভাবকহীন অবস্থায় আছি। এখনেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাধার মুখে ক্লাস করতে পারছি না। কখন, কোথায়, কিভাবে পরীক্ষা নেয়া হবে তাও আমরা জানি না।

এদিকে বাকৃবি'র কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. স. ম. আলতাফ হোসেন জানান, কলেজটি বন্ধ করে ১২২ জন শিক্ষার্থীকে এখানে আনার কোন ইচ্ছাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। কিন্তু কলেজ পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকরা কলেজটি খোলা রাখতে অস্বীকৃতি জানালে বাধ্য হয়েই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চরম বিরোধিতা, ক্লাসরুম ও শিক্ষক স্বল্পতা এবং প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের অভাবে কৃষি কলেজের ১২২ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন এখন রুদ্ধ হতে চলেছে।